কোটি কোটি টাকার লোকসান আমচাষিদের, মুখ্যমন্ত্রীকে মেইলবার্তা

নিপা-কার্বাইড জোড়া সচেতনতায় প্রশাসন

প্রকাশ মিশ্র

মালদা, ১৩ জুন ঃ নিপা-কার্বাইড আতঙ্কে জেলা জুড়ে প্রতিদিন আমচাষি ব্যবসায়ীদের কোটি কোটি টাকা লোকসান হচ্ছে। জেলার অর্থনীতিতে এর ব্যাপক প্রভাব পড়বে। প্রশাসনের উচিত এই জোড়া আতঙ্ক দূর করতে আন্তর্রাজ্যস্তরে সরকারের মাধ্যমে বার্তা দেওয়া। আতঙ্কের কিছু নেই তা জানানো। বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব ভারতে এই দুই কারণে লরি লরি আম আটকে রয়েছে অথবা ফেলে দেওয়া হচ্ছে। বুধবার জেলা প্রশাসনিক ভবনে মরশুমের এই প্রথম প্রশাসনের তরফে নিপা-কার্বাইড নিয়ে জোড়া সচেতনতা বৈঠক করেন জেলাশাসক। সেখানে আম উন্নয়ন দপ্তর, প্রশাসনের আধিকারিক, বিপণন দপ্তর এবং সর্বস্তরের আমচাষি ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি, বণিক সভার কর্মকর্তা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে জেলাশাসক কৌশিক ভট্টাচার্য জানান, নিপা নিয়ে মালদায় আতঙ্কের কোনো কারণ নেই। রাজ্যস্তরেও কথাবার্তা বলা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। তবু গুজব ছড়ানো হচ্ছে। এর জন্য সচেতনতায় নামছে প্রশাসন। অসমে কার্বাইড-এর কারণে আম বিমুখ সেখানকার বাজার। তাই কার্বাইডমুক্ত শস্যসাদ দপ্তরের পক্ষ থেকে ইশ্যু করে তবেই আম পাঠানো হবে অসম, শিলচর সহ বিভিন্ন জায়গায়। জেলায় আম পাকাতে যাতে কার্বাইড ব্যবহার না করা হয় তার জন্য নজরদারি চালাবে প্রশাসন। এদিকে আমচাষিদের স্বার্থে এব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীকে মেইলবার্তা পাঠিয়েছেন কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরি।

এদিনের সভায় উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি ছিল খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন দপ্তরের প্রাক্তন মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরির। তিনি বলেন, জেলা প্রশাসনের বিশেষ অনুরোধে তিনি এসেছেন। জেলাশাসকও সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, কৃষ্ণেন্দুবাবুর বিভাগীয় দপ্তরের মন্ত্রী হিসাবে পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে। উনি রাজ্য সরকারেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কৃষ্ণেন্দুবাবু জানান, এদিনের আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয়েছে আমচাষিরা তাদের আমে কীটনাশক বা ক্ষতিকর রাসায়নিক নেই এই মর্মে মুচলেকা দিবেন উদ্যানপালন দপ্তরের কাছে। তখন উদ্যানপালন দপ্তর তাদের আম রপ্তানি বা বাজারজাত করার জন্য ছাড়পত্র দেবেন। স্বাভাবিকভাবেই সরকারি ছাড়পত্র পেলে অসম, বিহার বা অন্য রাজ্য যেখানে আম যাচ্ছে সেখানকার সরকারের ভয়ের কিছু থাকবে না। তিনি বলেন, শুধু আমের সময় সচেতনতা করে লাভ নেই। সারা বছর ধরে আমের এই সমস্যাগুলি নিয়ে সচেতনতা চালিয়ে যেতে হবে। এজন্য একটা ক্যালেন্ডার থাকা জরুরি।

কৃষ্ণেন্দুবাবু বলেন, মন্ত্রী থাকাকালে লিচু ভাইরাস নিয়ে আতঙ্ক ছড়ায়। তাতে অনেক শিশু মারাও যায়। তখন মজফফরপুর থেকে বিশেষজ্ঞ আনানো হয়। তাঁরা সবকিছু খতিয়ে জানান, কাঁচা লিচুতে বেশি পরিমাণে ইনসুলিন থাকে। যা খালি পেটে শিশুরা খেয়ে নিচ্ছে। এর ফলে শরীরে শর্করা কমে গিয়ে হঠাৎ করে মৃত্যুর ঘটনা ঘটছিল। এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তিনি বলেন, লিচুর বাগানগুলি ঠিক করে তখন সচেতনতা অভিযান হয়। তারপর আর শোনা যায় না লিচু ভাইরাসের কথা। নিপায় কেউ মারা যায়নি। ফলে আতঙ্কের কিছু নেই, এই সচেতনতা এখনই গড়ে তোলা দরকার।

ছিলেন জেলা আম ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি তথা জেলা বণিক সভার সাধারণ সম্পাদক উজ্জ্বল সাহা। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, আম নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। সকলে আম খাচ্ছে। কার্বাইড দেওয়ার কারণে বিভিন্ন জায়গায় জেলার আম খাচ্ছে না। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। সচেতনতা কর্মসূচি শুরু হচ্ছে। মালদার আম নিয়ে রাজ্যের এবং রাজ্যের বাইরে যে অপপ্রচার হচ্ছে তা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করছি। উজ্জ্বলবাবু দাবি করেন, মালদার আম উৎপাদক, ব্যবসায়ীদের প্রতি কুইন্টাল আম রপ্তানি করতে সব মিলিয়ে খরচ পড়ে ২০০০ টাকা। অথচ এই আম পাইকারি বাজারে বিক্রি হচ্ছে হাজার বারোশো টাকায়। এর ফলে মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়ার আম নির্ভর অর্থনীতি ভেঙে পড়বে। গতবছর প্রায় ৫ লক্ষ মেট্রিক টন আম উৎপাদন হয়েছিল। এবারও তাই হয়েছে। এভাবে চলতে থাকলে প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা ক্ষতি হবে বলে আম ব্যবসায়ী সমিতি মনে করছে। ইতিমধ্যে প্রশাসনকে জানিয়েছি। আপেডা থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটা ভরতুকি পাওয়া যায়। সেটা যাতে চাষিরা পান তার জন্য জেলাশাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। উজ্জ্বলবাবু আরো বলেন, গতবছর যে আমের দাম কুইন্টাল প্রতি চার হাজার টাকা পর্যন্ত চাষিরা পেয়েছেন এবার তা ৮০০-১০০০ নেমে এসেছে। স্বাভাবিকভাবে চাষিরা বিপর্যয়ের সম্মুখীন। এক চাষি দিলীপ চৌধুরি বলেন, তিনি ১৫০-১৮০ লরি আম রপ্তানি করেন। এবার ৮ লরিতেই শেষ।

জেলাশাসক কৌশিক ভট্টাচার্য আরো জানান, অসমে কার্বাইড নিয়ে একটা সমস্যা হচ্ছে। সেখানে কাগজেও বেরিয়েছে। এটা আমরা দেখছি। সতর্ক থাকছি। বিভাগীয় আধিকারিকরা দেখছেন। এদিকে উজ্জ্বল সাহা আমের দাম অর্ধেক কমে নেমে যাওয়ার কথা বললেও মানতে চাননি জেলাশাসক। তিনি বলেন, গতকালও দেখেছি বাজারে ২০ টাকা প্রতি কেজি আম বিক্রি হচ্ছে। মালদার আম নিরাপদ নয় এটা কেউ লিখিতভাবে বলেননি। মৌখিকভাবে বলছেন। অপপ্রচার হচ্ছে। জেলাশাসক দাবি করেন, মালদার আম সম্পূর্ণ নিরাপদ। কোথাও কোনো লরি আটক হলে প্রশাসনে খবর দিলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কার্বাইড নিয়ে সচেতনতা প্রায়শই হচ্ছে তা আরো বেশি করে হবে বলে জানান জেলাশাসক।

উল্লেখ করা যেতে পারে সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সংবাদে নিপা-কার্বাইড সমস্যায় আমচাষির ক্ষতি বিষয়ে বিভাগীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে আবদুর রাজ্জাক মোল্লা প্রতিবেদককে জানিয়েছিলেন, মালদায় নিপা আতঙ্কে আম ব্যবসার ক্ষতি নিয়ে কেউ তাঁকে জানাননি। প্রশাসন বা দপ্তর কিছু জানায়নি।

নিপা-কার্বাইড সচেতনতা বাড়াতে চলছে প্রশাসনিক বৈঠক। ছবিটি তুলেছেন অমল রজক।

সবজিওয়ালার মেয়ে দীপ্তি শিক্ষিকা হতে চান

পতিরাম, ১৩ জুন ঃ বাবা সবজির ব্যবসা করেন। মা গৃহবধূ। এই পরিবারের মেয়ে দীপ্তি মণ্ডল উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কলা বিভাগে ৪৭০ নম্বর পেয়ে পতিরাম ও কুমারগঞ্জ এলাকায় সাড়া ফেলে দিয়েছেন। পতিরাম হাইস্কুলের সেরা ছাত্রী দীপ্তির প্রতিটি বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বর নজরকাড়া। বরাবরের মেধাবী এই ছাত্রী বাংলায় পেয়েছে ৯০, ইংরেজিতে ৮৪, ভূগোলে ৯৬, দর্শনে ৯৫, সংস্কৃতে ৯৪, অতিরিক্ত বিষয়ে ৯৫।

সর্বমোট ৪৭০ নম্বর অর্থাৎ ৯৪ শতাংশ। কৃতী ছাত্রী দীপ্তির এত সুন্দর রেজাল্ট দেখে পতিরাম হাইস্কুলের টিচার ইনচার্জ প্রবীর গোস্বামী, সহকারী প্রধান শিক্ষক ড. অরূপকমল গুহ জানালেন, পতিরামে কলা বিভাগে এটাই সর্বোচ্চ নম্বর। আমরা এই রেজাল্টে গর্বিত।

দীপ্তির বাবা সুবোধকুমার মণ্ডল, মা দীপালি মণ্ডল মেয়ের সাফল্যে স্বভাবতই খুশি। বললেন, ওর উচ্চশিক্ষার জন্য যতদূর করার অবশ্যই চেষ্টা করব। ছোটোদের গল্পের বই ভীষণ ভালোবাসে।

প্রতিদিন ধর্মগ্রন্থ গীতা পাঠ করে ঠাকুমা ও অন্যান্যদের শোনানো তার রুটিনের মধ্যেই পড়ে। কিছুটা লাজুক এই ছাত্রীর ইচ্ছা, এরপর ইংরেজি বা ভূগোলে অনার্স পড়ে ভবিষ্যতে স্কুল কিংবা কলেজের শিক্ষিকা বা অধ্যাপিকা হবে। এছাড়া প্রশাসনিক পদে কাজ করার সুপ্ত বাসনাও রয়েছে। তবে সবই নির্ভর করছে ভবিষ্যতের উপর বলে জানালেন পতিরাম এলাকার গর্ব এই ছাত্রী।

–সংবাদ নিউজ সার্ভিস

রাস্তা সংস্কারে হাত লাগালেন গ্রামবাসীরা

বুনিয়াদপুর, ১৩ জুন ঃ বংশীহারী ব্লকের মহাবাড়ি পঞ্চায়েতের বলিপুকুর থেকে রূপাহাটা পর্যন্ত দীর্ঘ চার কিলোমিটার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল। রাস্তা সংস্কারের জন্য বারবার বিডিও'র নিকট দরবার করেও কোনো লাভ হয়নি বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। অবশেষে রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ নিলেন গ্রামবাসীরা নিজেরাই।

সোমবার গ্রামের বেশ কিছু যুবক নিজেদের জমি থেকে মাটি তুলে রাস্তায় ফেলে। সকলের প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত রাস্তাটি চলাচলের যোগ্য হয়ে ওঠে। গ্রামের যুবক রবিউল ইসলাম, সোহেল রানা, মসিউর রহমানরা জানালেন, 'আমাদের গ্রামের বলিপুকুর থেকে রূপাহাটার দূরত্ব প্রায় ৪ কিলোমিটার। রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে কাঁচা। সংস্কারের অভাবে রাস্তার বড়ো বড়ো গর্ত হয়ে গেছে। বর্ষাকালে জল-কাদা জমে রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে ওঠে। অথচ এই রাস্তা দিয়েই গ্রামের মানুষজনকে যেতে হয় নিত্যদিন। আমরা দুই গ্রামের বাসিন্দারা বহুবার রাস্তা সংস্কারের জন্য মহাবাড়ি পঞ্চায়েত এবং বংশীহারী ব্লক প্রশাসনের নিকট আর্জি জানিয়েছিলাম। রাস্তাটি পাকা না হলেও, ইট ফেলে খানাখন্দ ভরাট করার অনুরোধ জানিয়েছিলাম। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

তাই শেষ পর্যন্ত আমরা নিজেরাই রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করেছি।' গঙ্গারামপুরের মহকুমাশাসক দেবাঞ্জন রায় জানান, 'একাধিক জায়গায় নতুন নতুন রাস্তা ও সংস্কারের কাজ চলছে। তবে সব রাস্তার কাজ তো আর এক সঙ্গে করা যায় না। ছোটো রাস্তার কাজ সাধারণত স্থানীয় পঞ্চায়েত কিংবা পঞ্চায়েত সমিতি করে থাকে। তবে ওই যুবকরা যে নিজেরাই রাস্তা সংস্কারের কাজে নেমেছে, তাকে সাধুবাদ জানাই।'

–সংবাদ নিউজ সার্ভিস

হেলমেট থাকলে স্বামী মারা যেত না, বুক চাপড়াচ্ছেন আশা

মালদায় বাইক দুর্ঘটনায় মৃত এনভিএফ কর্মী

পুরাতন মালদা, ১৩ জুন ঃ রুটি-তরকা খাবে বলে আবদার করছিল ছেলে। ছেলের সেই আবদার মেটাতেই তড়িঘড়ি বাড়ি ফিরছিলেন পেশায় এনভিএফ কর্মী প্রদীপ মণ্ডল। তবে বাড়ি পৌঁছাতে পারেননি তিনি। জাতীয় সড়কে লরির ধাক্কায় বাইক থেকে ছিটকে পড়েন তিনি। মাথায় আঘাত লেগে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। স্বামীর এমন অকালমৃত্যুতে বারবার জ্ঞান হারাচ্ছেন স্ত্রী আশা মণ্ডল। আর আক্ষেপ করেই চলেছেন মাথায় হেলমেট থাকলে এভাবে মরতে হত না স্বামীকে।

মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ পুরাতন মালদার শিমুলঢাবের কাছে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে এক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় এনভিএফ কর্মী প্রদীপ মণ্ডলের (৪১)। ওই রাতে ভাবুক অঞ্চলের কালুয়াদিঘিতে নিজের বাড়ি থেকে পুরাতন মালদার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের ভাড়াবাড়িতে ফিরছিলেন প্রদীপবাবু। ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে বাইকে করে ফিরছিলেন তিনি।

এক প্রত্যক্ষদর্শীর কথায় জানা গেছে, শিমুলঢাব ওয়াটার পার্কের সামনে একটি লরিকে ওভারটেক করতে গেলে লরিটি পেছন থেকে ধাক্কা মারে প্রদীপবাবুর বাইকে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত সম্রাট সরকার নামে গৌড় কলেজের তৃতীয় বর্ষের এক ছাত্র জানিয়েছেন, ধাক্কা লাগার পরই বাইক থেকে প্রায় ২০ ফুট দূরে রাস্তার ডিভাইডারে আছড়ে পড়েন তিনি। ডিভাইডারের গার্ড ওয়ালে সজোরে মাথা ঠুকে যায়। মুখ, নাক ও মাথা থেকে রক্ত বের হতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গেই মারা যান তিনি। প্রত্যক্ষদর্শী ওই ছাত্রটিও মোটরবাইকে করে ফিরছিলেন। চোখের সামনে এমন মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে ঘাবড়ে যান তিনি। হেলমেট না থাকাতেই প্রদীপবাবুকে প্রাণ দিতে হল বলে আক্ষেপ করতে দেখা যায় তাঁকে।

এদিকে দুর্ঘটনার খবর পেয়েই কালুয়াদিঘি থেকে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন প্রদীপবাবুর বাড়ির লোকজন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। তবে চিকিৎসকরা জানিয়ে দেন মস্তিষ্কে আঘাত ও রক্তক্ষরণের জন্য ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর। স্বামীর এমন অকাল প্রয়াণে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন স্ত্রী আশা মণ্ডল। মুখে কথা সড়ছে না তাঁর। ১৪ বছরের ছেলে প্রীতম মণ্ডল থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত। নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর রক্ত দিতে হয় তাকে। ছেলেকে সুস্থ করে তোলার জন্য প্রাণপাত করতেন প্রদীপবাবু। তাঁর অনুপস্থিতিতে ছেলের দেখভাল কীভাবে হবে তা ভেবে পাচ্ছেন না আশাদেবী।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে মঙ্গলবার রাত থেকেই কালুয়াদিঘিতে প্রদীপবাবুর বাপের বাড়িতে ভিড় করেছেন আত্মীয়রা। ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েত ভবন লাগোয়া বাড়িটিতে বুধবার সকালে গিয়ে শোনা গেল স্বজন হারানোর বুক ফাটা কান্না। বাড়ির দাওয়ায় বসে একটানা কেঁদেই চলেছেন মা ছায়া মণ্ডল। ভাইয়ের মৃত্যুতে বারবার জ্ঞান হারাচ্ছেন দিদি টুবি সরকার। দাওয়ার এক কোণে ছেলে প্রীতমকে আঁকড়ে বসেছিলেন শোকস্তব্ধ স্ত্রী আশা মণ্ডল। প্রদীপবাবুর ভাই বিট্টু মণ্ডল ধরা গলায় বললেন, চাকরি পাওয়ার পর দাদা পুরাতন মালদায় ভাড়াবাড়িতেই থাকতেন। মঙ্গলবার এখানে আসার কথা ছিল না। কিন্তু আমার ৮ মাসের ছেলেকে খুব ভালোবাসত। ওকে দেখতে গতকালও সন্ধেয় গ্রামের বাড়িতে এসেছিল। এমনকি ৮ মাইলের রক্ষাকালীর মেলাতেও গিয়েছিল দাদা। ফেরার পথে শুনলাম দুর্ঘটনা ঘটেছে।

প্রদীপবাবুর নিকট আত্মীয়রা জানিয়েছেন, বাইক চালানোর সময় সর্বদা হেলমেট পরতেন প্রদীপ। তবে দুর্ঘটনার রাতে কেন হেলমেট ছাড়াই তিনি বাইক চালাচ্ছিলেন তা নিয়ে আক্ষেপ যাচ্ছে না কারোরই। মৃতের কাকা প্রবীর মণ্ডল বারবার আক্ষেপ করছেন এনভিএফ কর্মী হিসাবে বাইকচালকদের হেলমেট পরার পরামর্শ কতবার ওই দিয়েছে অনেককে। অথচ ভাগ্যের কি পরিহাস দেখুন। মাথায় হেলমেট থাকলে অন্তত প্রাণে বেঁচে যেতে পারত আমার ভাইপো। পাড়াতে সরল সাদাসিধে যুবক হিসাবে পরিচিত মনা (প্রদীপের ডাক নাম)। মনা যে আর নেই তা মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে প্রতিবেশী ও বন্ধুদের। রাজ্য সরকারের সেফ ড্রাইফ, সেভ লাইফ-এর পরামর্শ সকলকেই মেনে চলা উচিত এমনটাই মনে করছেন তাঁরা।

এনভিএফ কর্মীর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ পরিবার। বুধবার তোলা সংবাদচিত্র।

বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে আক্রান্ত যুবক

পুরাতন মালদা, ১৩ জুন ঃ পাড়ার এক গৃহবধূর সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের অভিযোগে এক যুবককে মারধর করে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো পুরাতন মালদার সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এক প্রত্যন্ত গ্রামে। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই যুবককে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। অভিযোগ, ওই গ্রামের বাসিন্দা পেশায় দিনমজুর এক যুবক ওই গ্রামেরই এক গৃহবধূর সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। গত সোমবার রাতে ওই গৃহবধূর সঙ্গে একান্তে দেখা করতে গেলে গৃহবধূর পরিবারের লোকেরা তাদের দেখে ফেলে বলে অভিযোগ। নিজের স্ত্রী ও আট মাসের কন্যাসন্তান থাকা সত্ত্বেও ওই যুবক কেন বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়েছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন গৃহবধূর পরিবারের লোকজন। এমনকি সোমবার রাতের ওই ঘটনার জেরে ছেলেটির বিরুদ্ধে মালদা থানায় একটি অভিযোগও দায়ের করেছে গৃহবধূর পরিবার।

অন্যদিকে যুবকের পরিবারের পালটা অভিযোগ, গৃহবধূটির সঙ্গে যুবকের প্রায় বছর তিনেক আগে সম্পর্ক থাকলেও বিয়ের পর নিজের সংসার নিয়েই থাকত যুবকটি। সোমবার রাতে গৃহবধূটি যুবকটিকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ করেছেন তাঁরা। সেদিন গৃহবধূর পরিবারের তরফে কোনো অভিযোগ না করা হলেও পরের দিন মালদা থানায় অভিযোগ করা হয়। এমনকি মঙ্গলবার যখন যুবকটি আমবাগানে আম পাড়ছিল সেসময় হঠাৎ করে ওই গৃহবধূর ঠাকুরপো ও তার দুই সঙ্গী মিলে উইকেট দিয়ে যুবকের মাথার পেছনে আঘাত করে বলে অভিযোগ। রক্তাক্ত অবস্থায় ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়ে ওই যুবক। এরপর তাকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ভরতি করা হলে তার মাথায় ৮টি সেলাই পড়ে। মালদা থানায় ওই গৃহবধূর ঠাকুরপোর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দায়ের করেছে যুবকটির পরিবার। অভিযোগগুলির প্রেক্ষিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মালদা থানার পুলিশ।

কুমারগঞ্জে বস্ত্র বিলি

কুমারগঞ্জ, ১৩ জুন ঃ পবিত্র রমজানে দান করলে অন্যান্য মাসের চেয়ে পুণ্য হয় ৭০ গুণ বেশি। আর সামনেই খুশির ইদ। তাই গরিব দুঃখী মানুষদের মুখে হাসি ফোটাতে বুধবার দুপুরে একটি সেবামূলক সংগঠনের পক্ষ থেকে বিতরণ করা হল প্রচুর জামা-কাপড়। এই অনুষ্ঠানে মুসলিম দুস্থ মানুষদের পাশাপাশি অ-মুসলিমদের মাঝেও ইদের প্রাক্কালে খুশি ছড়িয়ে দিতে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। কুমারগঞ্জের সাফানগর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় প্রধান রাজকুমার রায়, মাজিদুর রহমান, মোস্তাফিজুর রহমান, মৌলানা মাকসুদ আলি কাসেমী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি। ইদ উপলক্ষ্যে বিতরণ করা বস্ত্রের মধ্যে ছিল শাড়ি, লুঙ্গি, জামা, শিশুদের পোশাক ইত্যাদি। সামাজিক সেবামূলক এই অনুষ্ঠানে সাফানগর ছাড়াও পাশের চাঁদগঞ্জ, আজাদপুর, আমুলিয়া, কুলহরি, এলেন্দারি, লালদিঘি, বাঁশকুঁড়িয়া, বুড়িবর, মিশনপাড়া, সাহাজাদপুর গ্রামের দুস্থ অসহায় মানুষজন হাজির ছিলেন। মৌলানা মাকসুদ আলি কাসেমী জানান, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এই অনুষ্ঠানে অসহায় মানুষগুলির মুখে সামান্য হাসি ফোটাতে পেরে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করছি।

TENDER NOTICE

Tender notice no. 041/HILI-PS/2018-2019, Memo No :- 138/HILI-PS/BADP/2018-19, Date- 06.06.2018.
Online applications for e-tender are invited by the U/S from the bidders through West Bengal Govt. e procurement website **www.wbtenders.gov.in**. Last date of document download 21.06.2018. at 17.00 hours, Last of Date of Bid submission 21.06.2018 at 17.00 hours, Date of opening of Technical Bid 25.06.2017 at 11.30 hours respectively. Date of opening of Financial Bid to be informed later on at the Office of the U/S. Other details may be seen in the office during office hours of all working days & in website of **www.ddinajpur.nic.in.**

Sd/-
Executive Officer & BDO, Hili Panchayat Samity & Block Hil, Dakshin Dinajpur.

WWW.LPU.IN
UNIVERSITY WITH UNBEATABLE PLACEMENTS
From Google to Microsoft, LPU Students are working with top brands at packages of over ₹ 1 crore.
Think BIG
LAST DATE TO APPLY UNDER EDB 15th JUNE 2018
EARLY DECISION BENEFIT(EDB)
Take Early Decision to APPLY & REGISTER for Admission with LPU and get the Benefit of Paying LAST YEAR's PROGRAMME FEE (2017) & MAXIMUM SCHOLARSHIP
Last date of admission without EDB: 30th JUNE 2018
Scholarships
SCHOLARSHIPS UPTO ₹ 7.5 LAKH PER STUDENT
For more details regarding EDB and Scholarship, visit www.lpu.in

Meet our counsellors in	Time : 10AM to 7PM	Toll Free: 1800-274-0604	
SILIGURI	Elan Skyview,Near PC Mittal Bus Stand	Ph: 09780005952	14-17 June
KOLKATA	Hotel Heera International, 115, Muzaffar Ahmed St. (Ripon St)	Ph: 09780005953	14-30 June

LOVELY PROFESSIONAL UNIVERSITY (LPU) SUNDAY OPEN
Jalandhar-Delhi G.T. Road, Phagwara, Punjab | SMS LPU to 53030
admissions@lpu.co.in | Toll Free : 1800-274-0604

WEST BENGAL BOARD OF PRIMARY EDUCATION
A.P.C. Bhavan, DK-7/1, Sector-II, Salt Lake City, Kolkata - 700 091

No.929/BPE/2018 Date: 13.06.2018

NOTIFICATION FOR ONLINE ADMISSION
TWO YEAR D.El.Ed. COURSE (REGULAR)
FOR THE SESSION 2018-2020
IN THE INSTITUTIONS RECOGNISED BY THE NCTE & AFFILIATED TO WEST BENGAL BOARD OF PRIMARY EDUCATION

Online Applications are invited from persons who are eligible as per NCTE-norms (Annexure-2 of NCTE Regulations-2014) i.e. 50% in H.S or its equivalent examination or 45% in case of SC/ST/OBC-A/OBC-B/PH/EX-SERVICEMAN for admission to Two Year D.El.Ed. Course (Regular & Face to Face Mode) for the Session-2018-2020 in the Institutions, recognized by the NCTE, affiliated to West Bengal Board of Primary Education.

Details regarding eligibility & admission procedures, are already available in the websites - www.wbbpe.org, www.wbsed.gov.in & http://wbbprimaryeducation.org

The eligible and interested applicants are requested to follow the procedures given :

1. Visit the websites www.wbbpe.org / www.wbsed.gov.in / http://wbbprimaryeducation.org
2. Click on the link – **"Online Application for Admission to Two Year D.El.Ed. Course (Regular/face to face mode) for the session 2018-2020"** and follow the instructions therein carefully and apply for admission.

SCHEDULE OF ADMISSION PROCESS

- **The last date of submission of such online applications is 26-06-2018**
- The heads of the respective Institutions will submit the verified & authenticated applications (downloaded & printed) to the Board latest by 28-06-2018

Helpline Numbers : 033 29860246, 033 23379313, 033 23598099

Sd/-
Secretary